শক্তি ফাউন্ডেশন
নারীর ক্ষমতায়নে শক্তি

শক্তি বার্তা

শক্তি ফাউন্ডেশনের মুজিববর্ষ উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে শক্তি ফাউন্ডেশন সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নানাবিধ কর্মসূচী পালন করেছে। ১০ই মার্চ, ২০২০ তারিখে শক্তির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি মুজিববর্ষ উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নে ৭টি বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেন -

১. সংস্থার নারী ঋণগ্রহীতাদের মধ্য হতে প্রায় ১,০০০ উদ্যোগকে সম্পূর্ণভাবে নারী পরিচালিত উদ্যোগে উন্নীত করা।
২. ৫০০,০০০ (পাচঁ লক্ষ) স্যানিটারী ন্যাপকিন নামমাত্র মূল্যে বিতরন করা।
৩. নারীদের নামমাত্র মূল্যে গর্ভকালীন (antenatal) ও প্রসব পরবর্তী (postnatal) স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা।
৪. গর্ভবতী নারীদের মাঝে বিনামূল্যে ভিটামিন ঔষধ সরবরাহ করা।
৫. বিনামূল্যে নবজাতকের (neonatal) স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা।
৬. নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
৭. নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানী বন্ধের জন্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম।

এ ছাড়াও মুজিববর্ষ উদযাপনে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে -

- শক্তির প্রধান কার্যালয়, শাখা অফিস ও সদস্যদের বাড়িঘরে ‘পরিচ্ছন্নতা অভিযান’।
- সংস্থার ২০২০ সালের ক্যালেন্ডারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ বাণী মুদ্রণ।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি (MRA) কর্তৃক আয়োজিত মুজিববর্ষের বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণ।
- সংস্থার সকল স্তরের কর্মীর অংশগ্রহণে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন।

শক্তির বিশেষ পারফরমেন্স বোনাস ঘোষণা

একটি কর্মীবান্ধব সংস্থা হিসেবে শক্তি ফাউন্ডেশন সর্বদাই তার কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে আসছে।
শক্তি ফাউন্ডেশনের শাখা পর্যায়ের কার্যক্রমে আরো দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সত্ত্বেও কর্মীদের পূর্বে ঘোষিত Performance Incentive এর পাশাপাশি অতিরিক্ত একটি এককালীন পারফরমেন্স বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে যার অধীনে কর্মীগণ নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২০ (২ মাস) সময়কালের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে জানুয়ারি, ২০২১ মাসে অতিরিক্ত এই পারফরমেন্স বোনাস পাবেন।
এই বোনাস পেতে হলে কর্মীদের দলগতভাবে পারফর্ম করে অতিরিক্ত পারফরমেন্স বোনাস পাবার যোগ্য হিসেবে নিজেদের প্রমান করতে হবে।

শক্তি নিয়ে এলো "মেম্বার রিওয়ার্ড স্কীম"

শক্তি ফাউন্ডেশন তার সদস্যদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে এবং মাঠ পর্যায়ে কিস্তি ও সঞ্চয় আদায়ে গতিসঞ্চার করতে “মেম্বার রিওয়ার্ড স্কীম” এর অধীনে লটারীর মাধ্যমে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
কোভিড-১৯ পরবর্তী এই সময়ে বর্তমান পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের কিস্তি ও সঞ্চয় নিয়মিতকরণে উৎসাহিত করতে এ উদ্যোগের মাধ্যমে টিভি, ফ্রিজ, ল্যাপটপ,স্মার্টফোন এবং ট্যাবসহ মোট ১,০০০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হবে।
আপনার শাখার সদস্যও হতে পারে ভাগ্যবান এই পুরস্কার বিজয়ী। সদস্যদের মাঝে ১,০০০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতার সুযোগের কথা জানিয়ে দিন। যে যত ভালোভাবে প্রচার করতে পারবেন তার শাখার সদস্যদের পাশাপাশি সেই শাখার কর্মীদেরও ইনসেনটিভ পাওয়ার সুযোগ তত বেশী।

মুজিববর্ষে নারীকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে শক্তি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

নাম মাত্র মূল্যে ৫ লক্ষ পিস স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ

নারীস্বাস্থ্য, বিশেষতঃ নারীর ঋতুস্বাস্থ্য নিয়ে সর্বস্তরে এক ধরণের জনসচেতনতার অভাব এবং সামাজিক দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। এটি শিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে নারীর এগিয়ে যাওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।
আমরা বিশ্বাস করি যে, নারীর সুস্বাস্থ্য ও ভাল থাকা নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। আর এ বিশ্বাস থেকেই মুজিববর্ষে শক্তি ফাউন্ডেশন সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে ৫ লক্ষ পিস স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করবে এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে নারীদের সচেতন করে তুলবে। এরই অংশ হিসেবে গত ১লা অক্টোবর, ২০২০ থেকে শক্তি মেডিকেল কেয়ার সেন্টারে শক্তির সদস্য ও সদস্যর মেয়েদের জন্য পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১০ টাকায় এক প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন।
শক্তির এ উদ্যোগে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে এবং তারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরে যে সুবিশাল দক্ষ পেশাদার নারী কর্মীদল কাজ করছেন তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের কাছে এ সুযোগ পৌঁছে দিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় গার্মেন্টস তারাসিমা এপারেলস এ গত ২১ নভেম্বর ২০২০ শক্তির উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার করেন এবং তাদের ফেয়ার প্রাইস শপের মাধ্যমে ১০ টাকায় ২,০০০ প্যাকেট স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

শক্তি বার্তা

ডিসেম্বর -২০২০ , বর্ষ - ১৩

করোনাকালে শক্তি

করোনাকালীন সময় ঈদুল আযহা উপলক্ষে শক্তির ব্যতিক্রমী আয়োজন

“এক লক্ষ আহার, এক লক্ষ হাসি”

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে শক্তি ফাউন্ডেশন গত ৩রা আগস্ট, ২০২০ইং তারিখে "এক লক্ষ আহার, এক লক্ষ হাসি" শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে। সারা দেশে শক্তির সকল শাখার প্রত্যেকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ উদ্যোগের মাধ্যমে ৩০৮ টি এতিমখানা/মাদ্রাসা/সরকারি শিশুসদন/প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুল, ১৫টি অসহায় মহিলাদের আশ্রম, ১৩টি বৃদ্ধাশ্রম, ২৯টি হাসপাতাল, ১টি ইউসেপ স্কুল, নিম্ন আয়ের মানুষ, করোনাজনিত কারণে উপার্জনহীন হয়ে পড়া মানুষ এবং বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে সারাদেশে সর্বমোট ১০৯,৪২৬ জনের আহার বিতরণ করা হয়। শক্তি ফাউন্ডেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইমরান আহমেদ কর্মসূচিটি সফলভাবে আয়োজন করায় শক্তির সকল কর্মীকে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরণের মানবিক উদ্যোগ আরও বড় পরিসরে আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

করোনাদূর্গত মানুষের পাশে শক্তি

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময় সংস্থার কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও শক্তি ফাউন্ডেশন করোনাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন অনুদান দিয়েছে। এর মধ্যে যে সকল অনুদান কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য সেগুলো হলোঃ

• পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উদ্যোগে করোনা দুর্গত অসহায় মানুষকে সহায়তা প্রদানের জন্য সহযোগী সংস্থা হিসাবে শক্তি ফাউন্ডেশন তার সকল কর্মীর এক দিনের বেতনসহ সর্বমোট ১০ লক্ষ টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করে।

• ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের সাথে একযোগে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলামের উদ্যোগে এই দুর্যোগে ঢাকা সিটির ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া হয় অর্থসহ নানা ধরণের সহায়তা।

• কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এর ডাক্তার ও নার্সদের জন্য শক্তি ফাউন্ডেশন উন্নত মানের N95 মাস্ক ক্রয় করার লক্ষ্যে অর্থ সহায়তা প্রদান করে।

• ইডকল পিও ফোরাম ট্রাস্ট এর সাথে একত্রীভূত হয়ে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুদান প্রদান।

"আমরাই শক্তি"

সবার সম্মিলিত প্রয়াসে রয়েছে সেই শক্তি, যা কাজে লাগিয়ে আমরা যে কোন দুঃসময়কে অতিক্রম করতে পারি – এই বিশ্বাস থেকে শক্তি ফাউন্ডেশন যে যার অবস্থান থেকে সারা বিশ্বের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তার করোনাদূর্গত সদস্যদের জন্য হাতে নেয় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম - "আমরাই শক্তি"।

এই উদ্দেশ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ৩ কোটি টাকার একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়; সাধারণ মানুষও চাইলে যে কোন অঙ্কের অনুদান দিতে পারেন এ তহবিলে। এ কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশব্যাপী শক্তি ফাউন্ডেশন মোট চার দফায় করোনায় ও পরবর্তীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ১৫,০০০ এরও বেশি পরিবারের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে।

করোনাকালে সদস্যদের পাশে শক্তি ফাউন্ডেশন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এর বিস্তার ঠেকাতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময় সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও শক্তির প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার সদস্যের সাথে ফোন কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়। সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ পরামর্শ সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ প্রদান করা হয়। শক্তি ফাউন্ডেশন তার করোনা আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত পথ্য ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। কোন সদস্য যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে বাসায় আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিলে তাকে নগদ ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং যদি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেন, তবে তাকে আরো ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। আর যদি সদস্য করোনা পজেটিভ হয়ে মারা যায় তবে সদস্যের পরিবারকে ১০,০০০ টাকা করোনা সহায়তা সেবা দেয়া হয়।
মার্চ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এই খাতে মোট ১৪১,০০০ টাকার সহায়তা দেয়া হয়। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাতক্ষীরা সদর-১ (০১৬৮) শাখার সদস্য বেবী নাজনীন গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার নমিনীকে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য আর্থিক সুবিধার পাশাপাশি করোনা সহায়তা সেবা পলিসি অনুযায়ী অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময় সংস্থার ৪৪ জন সদস্য এবং ৭৫ জন সদস্যর স্বামীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের দাফন -কাফন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যুবরণকারী সদস্যের পরিবারকে ৫,০০০ টাকা এবং সদস্যের স্বামীর মৃত্যুর জন্য তার পরিবারকে ২,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সাহায্য জরুরি ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়।

এছাড়াও শক্তি হেলথ প্রোগ্রামের উদ্যোগে কাজ করছে শক্তি স্বাস্থ্যসেবা হটলাইন - যার মাধ্যমে দক্ষ চিকিৎসকদের একটি টিম লকডাউনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত সদস্য এবং কর্মীদের চিকিৎসা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করছে। করোনাকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৩৪৫ জন সদস্য এবং ৪,৭৪২ জন কর্মীকে হটলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

শক্তি বার্তা

ডিসেম্বর -২০২০ , বর্ষ - ১৩

কর্মীদের সুরক্ষায় শক্তি

একটি কর্মীবান্ধব সংস্থা হিসেবে শক্তি ফাউন্ডেশন বিশ্বাস করে, কর্মীরাই প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। আর তাই কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শক্তি বদ্ধপরিকর। দীর্ঘ ছুটির পর কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে সংস্থা কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর গাইডলাইন প্রণয়ন, প্রত্যেক কর্মীর জন্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন – মাস্ক ও স্যানিটাইজার প্রদান, প্রত্যেক শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের জন্য বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুনাশকের ব্যবস্থা করে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য অফিসে অভ্যন্তরীণ মিটিংগুলো এখনও টিমসের মাধ্যমে অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে।
শক্তির কর্মীরাও "আমরা সবাই শক্তিদল, করোনা মুক্ত রাখবো কর্মস্থল" এই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে সংস্থার এ সকল নিয়ম মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

কর্মীদের জন্য করোনা সহায়তা সেবা

শক্তি ফাউন্ডেশন করোনা দুর্যোগকালীন সময়ে তার সুদক্ষ কর্মীদলের কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ করোনা সহায়তা সেবা। এর আওতায় যদি কোনো কর্মীর করোনা পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হয় এবং তাকে হোম আইসোলেশন এ থাকতে হয় তবে তিনি ১,৫০০ টাকা এবং যদি কোনো কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেন তবে তিনি আরো ১,৫০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। করোনা আক্রান্ত কর্মী মৃত্যুবরণ করলে সংস্থা কর্তৃক পরিবারকে ৫ লাখ টাকা প্রদান করা হবে। করোনাকালীন সময়ে এ বছরের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১২০ জন কর্মীকে সংস্থা কর্তৃক ২৪০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

শক্তি মেডিকেল কেয়ার সেন্টার (এসএমসিসি)

নতুন আঙ্গিকে বৃহত্তর পরিসরে শুরু হল শক্তি হেলথ প্রোগ্রাম
১৯৯৭ সাল থেকেই শক্তি ফাউন্ডেশন মহিলা সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে হেলথ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে আমরা শক্তির হেলথ প্রোগ্রামের সেবার পরিসর বাড়িয়ে আরো কার্যকরীভাবে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আমরা আমাদের ৮৩টি এরিয়াতে ৮৩টি শক্তি মেডিকেল কেয়ার সেন্টার (এসএমসিসি) খোলার পরিকল্পনা করেছি। এখানে ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার পরিমাপের পাশাপাশি প্রিনেটাল ও পোস্টনেটাল কেয়ার, ব্লাড গ্রুপিং, ভ্যাকসিনেশন, হেপাটাইটিস স্ক্রিনিং ইত্যাদি সাপোর্ট থাকবে। এজন্য ১লা অক্টোবর, ২০২০ এ প্রথম ধাপে ৩৭টি এবং দ্বিতীয় ধাপে ১৪ টি সহ মোট ৫১টি এসএমসিসি সেন্টারে ইতিমধ্যে সেবাদান চলছে। প্রতিটি মেডিকেল কেয়ার সেন্টারে একজন সার্টিফাইড প্যারামেডিক থাকবেন। তারা বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা দিবেন এবং হেপাটাইসিস-বি ভ্যাকসিন দিবেন। এছাড়াও শক্তি ফাউন্ডেশন ডিজিটাল হেলথ কেয়ার সলিউশন্স এর সঙ্গে পার্টনারশিপে ১১টি এসএমসিসি তে শুরু করেছে ডিজিটাল হেলথ সেন্টার যেখানে মহিলারা সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে অনলাইনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারবেন।

এক নজরে শক্তি (অক্টোবর, ২০২০)

বিগত ১ বছরে কর্মীদের পদোন্নতি

শক্তি বার্তা

ডিসেম্বর -২০২০ , বর্ষ - ১৩

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উপলক্ষে শক্তির আয়োজন Shakti Celebrates - I Dared To Dream

অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে শক্তির সার্বিক সহায়তায় এবং নিজ উদ্যোগে সফল চারজন নারী উদ্যোক্তা তাদের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প তুলে ধরেন। তাদের জীবন-সংগ্রাম এবং সাফল্যের গল্প উপস্থিত সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে "Challenges in pursuing our dream - the way forward" - এই বিষয়ে শক্তি ফাউন্ডেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও হেড অফ প্রোগ্রামস ইমরান আহমেদের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আতিকুল ইসলাম, মাননীয় সংসদ সদস্য নাহিদ ইজাহার খান, কান্ট্রি ডিরেক্টর অফ আই জি সি বাংলাদেশ ইমরান মতিন, হেড অফ ডিএফআইডি বাংলাদেশ জুডিথ হার্বাটসন, এসবিকে ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও সিইও সোনিয়া বশির কবীর এবং শক্তি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি।

সভায় বক্তারা নারীর ক্ষমতায়নের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং তা নিরসনে যার যার অবস্থান থেকে একযোগে কাজ করে যাবার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে শক্তির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক হুমায়রা ইসলাম, পিএইচ ডি মুজিববর্ষ উপলক্ষে নারীর ক্ষমতায়নে ৭টি বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেন যা দেশে নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে।

শক্তি ফাউন্ডেশন এর ২৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বড় আপার বাণী

আজ ১লা এপ্রিল ২০২০, শক্তি ফাউন্ডেশন এর ২৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন যে সারা বিশ্ব সহ আজ আমরা করোনা ভাইরাস এর কারণে অত্যন্ত সংকটময় একটি সময় পার করছি। আমি অনুরোধ করবো আপনারা সচেতন হোন, ঘরে থাকুন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। আমি বিশ্বাস করি, আপনারাই শক্তি। আপনারা ভালো থাকলেই ভালো থাকবে শক্তি এবং এগিয়ে যাবে শক্তি। আপনাদের সুস্থ, সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায়

- আপনাদের বড় আপা

নবযাত্রায় শক্তির প্রশিক্ষণ বিভাগ

একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে দক্ষ কর্মীবাহিনী। শক্তি ফাউন্ডেশনের সকল স্তরের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ বিভাগ নিরলস ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কর্মী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো কার্যকরী, গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে নব উদ্যমে শক্তি ফাউন্ডেশন নিজস্ব অর্থায়নে বগুড়া, কুমিল্লার গৌরীপুরে নতুন ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণসহ ঢাকায় ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে। যুগোপযোগী এবং আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একসাথে ৫০-৬০ জন প্রশিক্ষনার্থী থাকা খাওয়াসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে সংস্থার অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান,বিভিন্ন কোম্পানী এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও গুনগতমানের সেবা প্রদান করা হবে।

প্রশিক্ষণ বিভাগ করোনাকালীন পরিস্থিতিতেও কর্মী উন্নয়নের ধারা অব্যাবহত রেখেছে এবং এপ্রিল মাসের শুরু থেকে এই পর্যন্ত Microsoft teams এর মাধ্যমে ৩৬৯ টি ব্যাচে ৭,৮৬৮ জনের জন্য অনলাইনভিত্তিক কোর্স পরিচালনা করেছে। উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ হলো- কর্মী এবং সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা, শৃংখলা ও নৈতিকতা, মনিটরিং ও সুপারভিশনের কলাকৌশল, বিষয়ভিত্তিক টিওটি, মোবাইল ব্যাংকিং, ঋণের প্রোডাক্ট পরিচিতি, মাইক্রো ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা উন্নয়ন।

এছাড়াও প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্দ্যোগে সংস্থার মাঠপর্যায়ের সকল কর্মীদের নিয়ে "কুইজ আড্ডা ২০২০" নামক এরিয়া ভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

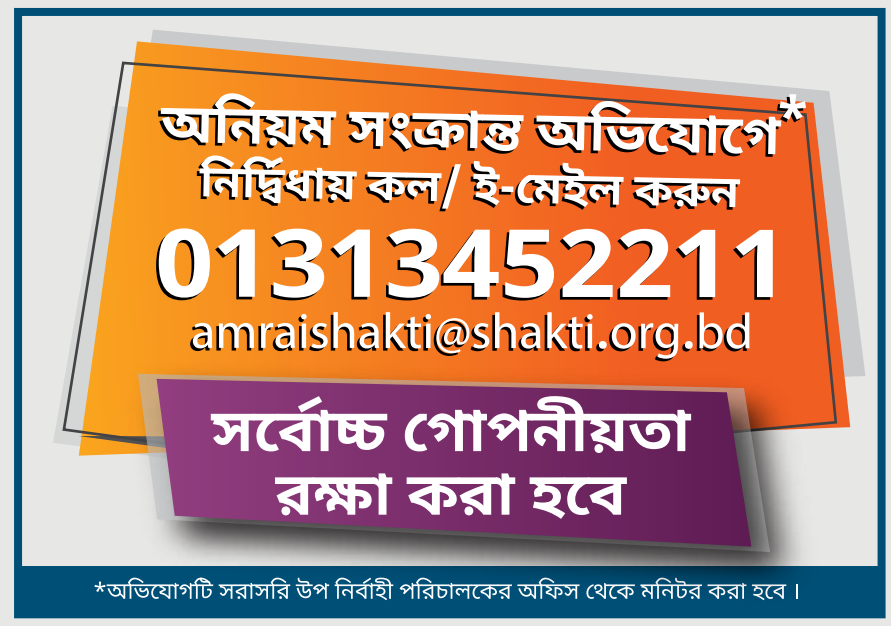

অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে শক্তির অভিযোগ সেল

সততা, স্বচ্ছতা ও নীতির আর্দশে শক্তি ফাউন্ডেশন সর্বদাই অবিচল। এরই ধারাবাহিকতায় একটি অভিযোগ সেল তৈরি করা হয়েছে যেখানে আপনার সাথে কিংবা আপনার সামনে ঘটে যাওয়া সংস্থার যেকোনো অনিয়ম সম্পর্কে কল বা ই-মেইল এর মাধ্যমে আপনি অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগটি সরাসরি উপ নির্বাহী পরিচালকের অফিস থেকে মনিটর করা হবে এবং অভিযোগ সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি গোপন রাখা হবে। আমি , আপনি ও আমরা মিলেই শক্তি এবং আমাদের দায়িত্ব শক্তির স্বার্থ রক্ষা করা।

Shakti Bhaban,
House 4, Road 1 (Main Road),
Block A, Section- 11, Mirpur, Dhaka.

+88 09613-444111
+88 01819850148

info@shakti.org.bd
fb.com/SFDWbd
www.shakti.org.bd